

উচ্চ মাধ্যমিক-বাংলা ২য় পত্র। সংক্ষিপ্ত সিলেবাসের আলোকে সম্ভাব্য প্রশ্ন ও সমাধান।

পরীক্ষা – ২০২৫

৮. শব্দ গঠন : দিনলিপি অথবা প্রতিবেদন..... ১০ নম্বর

বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে ক-তে প্রশ্ন হবে দিনলিপি থেকে এবং খ-তে প্রশ্ন হবে প্রতিবেদন থেকে।

ক) দিনলিপি

সম্ভাব্য প্রশ্ন- ১। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে তোমার অনুভূতি ব্যক্ত করে একটি দিনলিপি রচনা করো। (চ.বো-২৪,দি.বো-২৪)

২। কলেজের প্রথম দিনের/ নবীন বরণের দিনলিপি লেখ। (রা.বো-২৪)

৩। বইমেলা/গ্রাম্যমেলা দেখার অনুভূতি ব্যক্ত করে একটি দিনলিপি লেখ।

৪। তোমার মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলপ্রকাশ সম্পর্কিত দিনলিপি লেখ।

৫। মহান বিজয় দিবস উদযাপনের একটি দিনলিপি লেখ। (য.বো-২৪, কু.বো-২৪)

৬। তোমার জন্মদিনের বিষয়ে একটি দিনলিপি লেখ।

৭। লঞ্চডুবির ঘটনা নিয়ে একটি দিনলিপি লেখ।

৮। পদ্মাসেতু দর্শনের অনুভূতি ব্যক্ত করে দিনলিপি রচনা করো।

৯। একটি নৌকা ভ্রমণের বর্ণনা দিয়ে দিনলিপি রচনা করো। (ব.বো-২৪)

১০। বাংলা নববর্ষ কীভাবে উদযাপন করেছ তার ওপর একটি দিনলিপি রচনা করো। (ঢা.বো-২৪)

অথবা

খ) প্রতিবেদন

সম্ভাব্য প্রশ্ন-

১। তোমার কলেজে উদযাপিত ‘মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস’ উপলক্ষে একটি প্রতিবেদন রচনা করো। (ঢা.বো-২২,ম.বো-২৪)

২। নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল প্রবণতা বিষয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনা কর।

৩। ছাত্রাবাসের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা কর। (কু.বো-২৪)

৪। তোমার দেখা একটি গ্রামীণ মেলার/একুশে বইমেলা উপর প্রতিবেদন রচনা কর।

৫। তোমার কলেজের গ্রন্থাগার সম্পর্কে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনা কর। (ঢা.বো-১৯,ব.বো-২৪)

৬। তোমার এলাকার কোনো সড়কের দুরবস্থা-র উপর একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

৭। সড়ক দুর্ঘটনা ও তার প্রতিকার বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

৮। তোমার এলাকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অবস্থা সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

৯। ডেঙ্গুজ্বর প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি দিনলিপি রচনা করো। (য.বো-২৪)

১০। ‘যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয়’ শিরোনামে একটি প্রতিবেদন রচনা কর। (চ.বো-২৪)

১১। পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে একটি প্রতিবেদন রচনা করো। (দি.বো-২৪)

১২। কোনো একটি দুর্ঘটনার উপর প্রতিবেদন রচনা কর।

১৩। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণ এবং এর প্রতিকার সম্বন্ধে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনা করো। (ঢা.বো-

২৪, রা.বো-২৪)

সমাধান: দিনলিপি

১। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে তোমার অনুভূতি ব্যক্ত করে একটি দিনলিপি রচনা করো।

২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২২

সোমবার

সন্ধ্যা ৭ টা

মিরপুর-১৪, ঢাকা

ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখ আমাদের দেশের জন্য জাতীয় শহিদ দিবস আর বৃহত্তর পরিসরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আমাদের দেশের দামাল ছেলেরা বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিল রাজপথে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে দমিয়ে রাখতে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্রের প্রথম ষড়যন্ত্র ভাষা নিয়ে। তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিতে সালাম, বরকত, রফিকরা সেদিন রাজপথে আন্দোলনে নেমে শহিদ হয়েছিলেন। সেই ভাষাশহিদদের স্মরণে দিনটা শুরু হলো প্রভাতফেরির মাধ্যমে। করোনা মহামারির কারণে এবারের প্রভাতফেরির আয়োজন স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত পরিসরে করা হয়। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে কলেজের প্রশাসনিক ভবনের সামনে আমরা ক'জন সমবেত হলাম। শিক্ষকবৃন্দ এসে প্রভাতফেরিতে যোগদান করলে শুরু হলো খালি পায়ে আমাদের পদযাত্রা। সে সাথে সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হচ্ছিল 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি'। প্রভাতফেরিটি কলেজের শহিদ মিনারে পৌঁছলে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে এক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে ভাষাশহিদদের স্মরণে নীরবতা পালন করা হলো। তারপর কলেজে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিলাম বন্ধুদের সাথে। কবিতা আবৃত্তি ও সংগীতানুষ্ঠানের পর, কলেজের অধ্যক্ষ ও অন্য শিক্ষকগণ আজকের দিনটির মহিমান্বিত দিক আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে প্রবন্ধ ও কবিতা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন অধ্যক্ষ মহোদয়। আমি নিজেও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারের জন্য পুরস্কার পেলাম। অনুষ্ঠান শেষে বাড়িতে এসে বাবাকে পুরস্কার দেখালাম। বাবা খুব খুশি হলেন।

৪। তোমার মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলপ্রকাশ সম্পর্কিত দিনলিপি লেখ।

১২ নভেম্বর ২০২২

শনিবার

রাত ৯ টা

ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

অতি প্রত্যুষে আমার ঘুম ভাঙল। বিছানা ছেড়ে বাইরে উঠোনে গেলাম। এখানে দিনের আলো ভালো করে ফোটেনি। ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। পাখির কলকাকলি শোনা যাচ্ছে। হ্রষ্টাকে স্মরণ করলাম। আজ আমার এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ হবে। বুকটা দুরু দুরু করছে। বিশ্বাস আছে ভালো ফল করব। কিন্তু মনে কোনো শান্তি পাচ্ছি না। ভালো ফলের কথা ভেবে খুশি হচ্ছি আবার কোনো অঘটনের কথা ভেবে মনে মনে দুশ্চিন্তায় কুঁকড়ে যাচ্ছি। কিছুক্ষণের মধ্যে দিনের আলো ছড়িয়ে পড়ল। মা-বাবা দুজনেই আমার খোঁজ নিলেন। বুঝতে পারলেন আমার মানসিক অবস্থা। দশটার দিকে আমরা স্কুলে গেলাম। আমার সহপাঠীদের অনেকেই এসেছে। আমরা ফলাফল জানার জন্য অপেক্ষা করছি। সবার মনেই নানা রকম ভাবনার উদয় হচ্ছে। জানতে পারলাম সহকারী প্রধান শিক্ষক আমাদের স্কুলের রেজাল্টশিট আনতে জিলা স্কুলে গেছেন। ইতোমধ্যে প্রায় বারোটা বেজে গেছে। কিছুক্ষণ পরেই। স্কুলের গেট দিয়ে একটি সিএনজি অটোরিকশা ভেতরে প্রবেশ করল। সহকারী প্রধান শিক্ষক হাসিমুখে নেমে এলেন। আমাকে লক্ষ করে বললেন, পরিশ্রম কখনো বৃথা যায় না। তোমরা সবাই ভালো ফল করেছে। একটু অপেক্ষা কর, আমি আগে এটা প্রধান শিক্ষকের কাছে দেই। তোমরা প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে বিস্তারিত জানতে পারবে। আমাদের যেন আর দেরি সইছে না। অবশ্য বেশি দেরি আর করতে হলো না। প্রধান শিক্ষকের আমাদের নাম ধরে ডেকে ডেকে রেজাল্ট শোনালেন। আমরা মোট ৭৭ জন A+ পেয়েছি। অবশিষ্ট ২৪ জন A গ্রেডে পাশ করেছে। আমরা স্যারদের সালাম করলাম। মা-বাবাকে ফোন করে খবর জানালাম। বাড়ি ফিরে দেখলাম, আমাদের বাড়িতে যেন আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। মা-বাবার খুশি তাদের প্রতি আমাকে আরও কৃতজ্ঞ করে তুলল। আমি শ্রদ্ধার সাথে তাদের পদধূলি গ্রহণ করলাম। দিনটির স্মৃতি আমার আজীবন স্মরণ থাকবে।

৫। মহান বিজয় দিবস উদযাপনের একটি দিনলিপি লেখ।

১৬ ডিসেম্বর, ২০২২

বৃহস্পতিবার

রাত ১০টা ৩০ মিনিট

ভাসানটেক, ঢাকা।

আজ বিজয় দিবস। পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতির জীবনে এমন কতকগুলো দিন আসে যার স্মৃতি কোনোদিন ভোলা যায় না। আমাদের জাতীয় জীবনে তেমনি একটি স্মৃতিময় অমলিন দিন বিজয় দিবস বা ১৬ ডিসেম্বর। ১৯৭১ সালের এই দিনে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ত্রিশ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। তাই এই দিনটি একই সাথে গর্বের ও আনন্দের।

আজ সকালে অন্য দিনের তুলনায় কিছুটা আগে ঘুম ভেঙে গেল। আড়মোড়া ভেঙে ঘুম থেকে উঠে বসলাম। জানালা খুলতেই কানে ভেসে আসে দেশাত্মবোধক গানের সুর। দূরে কোথাও বাজছে, “প্রথম বাংলাদেশ আমার, শেষ বাংলাদেশ...”; আবার কোথাও বাজছে বঙ্গবন্ধুর তেজোদীপ্ত সাত মার্চের ভাষণ।

আজ কোনো লেখাপড়া নেই, তবে কলেজে যেতে হবে। বিজয় দিবস উদযাপনের অনুষ্ঠান আছে। ফুরফুরে মেজাজে স্নান সেরে তৈরি হয়ে নিই। কলেজে গিয়ে দেখি পুরো ক্যাম্পাস সাজানো হয়েছে এক বর্ণিল সাজে। সকাল ৭.৩০ মিনিটে কলেজ থেকে বিজয় দিবসের র্যালি বের হয়। শিক্ষক, কর্মচারী, শিক্ষার্থীসহ অনেকে র্যালিতে যোগদান করে। র্যালি শেষে শহিদদের উদ্দেশ্যে শহিদ বেদীতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। এরপর বিভিন্ন প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। সকালের অনুষ্ঠান শেষে বেলা ১২ টার দিকে বাড়ি চলে যাই। বাড়ি গিয়ে দেখি মা ভালো রান্নাবান্নার আয়োজন করেছিলেন। বাবা মায়ের সাথে খেতে বসি। গল্পের ছলে বাবা ১৬ ডিসেম্বরের বিভিন্ন তাৎপর্য তুলে ধরেন। বাবার কথায় আমি ১৬ ডিসেম্বর সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি। খাওয়া শেষ করে বিশ্রাম নিই। ঠিক দুইটার সময় একটা রিকশা নিয়ে সোজা চলে যাই কলেজ প্রাঙ্গণে। শিক্ষার্থীসহ আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য পর্যাপ্ত আসনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ইতোমধ্যে অনেকেই চলে এসেছে। ঘড়ির কাঁটায় তিনটা বাজতেই জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিনটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়। সবার সাথে আমিও দাঁড়িয়ে এতে অংশগ্রহণ করি। এরপর একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকার কয়েকজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা এই অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেন। পাকিস্তানিদের নির্মম অত্যাচারের কথা শুনে আমার গা শিউরে ওঠে। আবার মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের কাহিনি শুনে রোমাঞ্চিতও হই। তাঁদের বক্তব্য শুনে আমি বিজয়ের চেতনায় উদ্দীপ্ত হই। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে দেশ গড়ার শপথ নিই মনে মনে।

৮। পদ্মাসেতু দর্শনের অনুভূতি ব্যক্ত করে দিনলিপি রচনা করো।

২৮ জুন, ২০২২

সোমবার

রাত ১০টা

গাবতলী, বগুড়া

‘পদ্মা সেতু’ শুধু দুটি শব্দ নয়। কোটি কোটি বাঙালির নরম হাতে তিলে তিলে গড়া আবেগ-অনুভূতির নাম। পরম যত্নে এই সেতুর প্রতি গড়ে উঠেছে ভালোবাসা। দেশের অনন্য এক অর্জন, অহঙ্কার। প্রমত্তা পদ্মার বুক চিরে গড়ে ওঠা এই সেতু দৃশ্যমান হয়েছে অনেক আগেই। গর্বের সেতু গর্বের সাথে দাঁড়িয়ে আছে মাথা তুলে। দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে বাঙালি জাতির স্বপ্ন এখন বাস্তব।

কলেজের কয়েকজন বন্ধু মিলে আজ গিয়েছিলাম পদ্মা সেতু দেখতে। পদ্মা সেতু বাংলাদেশের পদ্মা নদীর ওপর নির্মিত একটি বহুমুখী সড়ক ও রেল সেতু। এর মাধ্যমে লৌহজং, মুন্সীগঞ্জের সাথে শরীয়তপুর ও মাদারীপুর যুক্ত হবে, ফলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের সাথে উত্তর-পূর্ব অংশের সংযোগ ঘটবে। পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য ৬.১৫ কিলোমিটার। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণ হয়েছে এই সেতু। পদ্মা সেতু প্রথম দেখাতেই মনের মধ্যে এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি তৈরি হয়েছিল। এই সেতুটি

দক্ষিণাঞ্চলের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিল্প বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। বাংলাদেশের তিন কোটিরও অধিক মানুষ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে এই সেতুটির মাধ্যমে। দেশের পরিবহণ নেটওয়ার্ক এবং আঞ্চলিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এ সেতু খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই সেতুর ফলে দেশের জিডিপি ১.২ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

সারকথা, দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় পদ্মা সেতু সমগ্র দেশবাসীর আকাঙ্ক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ফসল হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। পদ্মা সেতু ও আমাদের দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের বিষয়টি উপলব্ধি করে এক অজানা আনন্দে মন পুলকিত হয়ে আছে।

১০। বাংলা নববর্ষ কীভাবে উদযাপন করেছ তার ওপর একটি দিনলিপি রচনা করো।

১৪ এপ্রিল, ২০২২

বৃহস্পতিবার

রাত ১১টা ৪৫ মিনিট

আক্কেলপুর, জয়পুরহাট

খুব ভালো একটা সময় কাটলাম আজ। বাঙালির অনেকগুলো উৎসবের মধ্যে বাংলা নববর্ষ একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়ার আশায় বাঙালি জাতি এ দিনের জন্য বিভিন্ন প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। বাঙালির একমাত্র সর্বজনীন অনুষ্ঠান হলো বাংলা নববর্ষ। তাই এ দিন সকল ধর্ম-বর্ণ ও পেশাজীবী মানুষের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। নববর্ষের এই দিনটি বাঙালির প্রাণে বয়ে আনে অনাবিল আনন্দের ধারা। নববর্ষকে আমরা প্রতিবছর নানা আড়ম্বর ও মর্যাদার সঙ্গে বরণ করি। এবারের নববর্ষে সারাদিন কলেজের বিভিন্ন বৈশাখী অনুষ্ঠানে ব্যস্ত ছিলাম। ভোর থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কলেজেই ছিলাম। সকাল ৭টায় সবাই যোগ দিলাম মঙ্গল শোভাযাত্রায় এবং ৯টায় ছিল পান্তা-ইলিশ খাওয়ার পর্ব। দুপুর ১২টায় শুরু হলো আলোচনাসভা। কলেজের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ক্যাম্পাসেই আয়োজন করা হয় বৈশাখী মেলার। ক্রেতা-বিক্রেতা থেকে শুরু করে সবার অংশগ্রহণে মেলাটি হয়ে ওঠে উৎসবমুখর। তারপর নাচ-গান, কবিতা আবৃত্তি, নাটক ইত্যাদির সমন্বয়ে বিচিত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সব শেষে ছিল রচনা প্রতিযোগিতার ফলাফল ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। আমার ভীষণ আনন্দ হলো রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করতে পারায়। বাঙালির এই আনন্দমুখর উৎসবে সবার সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি খুব আনন্দিত ও উল্লসিত।

সমাধান: প্রতিবেদন

১। তোমার কলেজে উদযাপিত ‘মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস’ উপলক্ষে একটি প্রতিবেদন রচনা করো। (ঢা.বো-২২)

বরাবর

অধ্যক্ষ

বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

নির্ব্বার, ঢাকা সেনানিবাস।

বিষয়: স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রতিবেদন।

সূত্র: আ.ক./২১১/১৭(৩)/২০২৩

জনাব

বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে উদযাপিত ৫১ তম স্বাধীনতা দিবস সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরির জন্য আদিষ্ট হয়ে (স্মারক নং আ.ক.২১১/১৭(০৩)/২০২৩) নিচের প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করছি।

গত ২৬ শে মার্চ, ২০২৩ যথাযোগ্য মর্যাদায় বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে ৫১ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয়। এ উপলক্ষে কলেজ প্রাঙ্গণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের যৌথ কমিটি এই অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করে। মুক্তমঞ্চের সামনে উন্মুক্ত স্থানে সকাল নয়টার সময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এ উপলক্ষে সম্পূর্ণ

প্রতিষ্ঠান বর্ণাঢ্য সাজে সাজানো হয়েছিল। সমস্ত অনুষ্ঠানকে ভাগ করা হয়েছিল তিনটি ভাগে। প্রথম ভাগে সকাল ৯ টায় অধ্যক্ষ, প্রধান অতিথি, শিক্ষকমণ্ডলী ও বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। এরপর শান্তির প্রতীক সাদা কবুতর মুক্ত আকাশে উড়িয়ে দেন প্রধান অতিথি। দ্বিতীয় পর্বে সকাল ১০ টায় আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। আলোচনাসভার সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে মুক্তিযোদ্ধা ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী জনাব সিরাজুল ইসলাম এবং মুক্তিযোদ্ধা আকন মোহাম্মদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি নাসির আহমেদ। বক্তারা স্বাধীনতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে।

মুক্তিযোদ্ধা আকন মোহাম্মদ বলেন, স্বাধীনতা আমাদের জন্য একটি স্বর্ণদুয়ার খুলে দিয়েছিল। যে দুয়ার দিয়ে এই ঘরে আমরা আমাদের যুগসঙ্গিত জগ্গল দূর করতে পেরেছিলাম। স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে হলে সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে বিশ্বের দরবারে। সভাপতি রণাঙ্গনে অর্জিত বিভিন্ন অভিজ্ঞতাসমূহ বর্ণনা করে আলোচনাসভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

তৃতীয় ভাগে বিকাল ৪ টায় শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে গান, নাচ, আবৃত্তিসহ মঞ্চনাটকের আয়োজন করা হয়। শামসুর রাহমানের ‘স্বাধীনতা তুমি’ কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে শুরু হয় এ পর্বের। পরবর্তীতে দেশাত্মবোধক গান, গানের তালে তালে নৃত্য এবং শেষে মমতাজউদ্দীন আহমদের ‘শঙ্খচিল’ নাটকটি মঞ্চায়ন হয়। তবে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কণ্ঠে সমবেত সংগীত ‘পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে’ গানটি উপস্থিত শ্রোতাদের শিহরিত করে তুলেছিল।

ছাত্রছাত্রী ছাড়াও শিক্ষক ও প্রবীণ শিক্ষার্থীরাও সংগীত পরিবেশন করেছিল। এ ছাড়াও স্বাধীনতার শহিদদের স্মরণে মিলাদ মাহফিলের আয়োজনও করা হয়েছিল। তবে মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন ছিল স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীরা স্বাধীনতা দিবসের মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। এভাবে তারা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়ার অনুপ্রেরণা পায়।

নিবেদক

আফসানা মিমি

রোল: ১২

শাখা: বেলি

শ্রেণি: দশম

২। নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল প্রবণতা বিষয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনা করো।

খাদ্যে ভেজালের কারণ ও প্রতিকার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা, ৩০ মার্চ ২০২২: মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে প্রধান হলো খাদ্য। সুস্থ, সবল আর স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ যে খাবার খায়, তা ভেজালবিহীন হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ দিনের পর দিন ভেজাল খাদ্য খেয়ে জটিল ও মারাত্মক সব রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

দেশজুড়ে খাদ্যে ভেজালের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা যায় যে নৈতিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়, ভেজালবিরোধী আন্দোলনের অপরিপূর্ণতা এবং ক্রেতা-অধিকার সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতাই মূলত খাদ্যে ভেজালের কারণ। ফরমালিন, ক্যালসিয়াম কার্বাইডসহ বিভিন্ন বিষাক্ত কেমিক্যাল ব্যবহার করে মাছ-মাংস, ফলমূল, শাকসবজি ও তরিতরকারি সজীব ও সতেজ রাখা হয়, যা ওই সব খাদ্যদ্রব্যকে মারাত্মকভাবে বিষাক্ত করে। আর এসব কেমিক্যাল মিশ্রিত খাদ্য গ্রহণ করে মানুষের কিডনি ও লিভার নষ্ট হচ্ছে, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পাচ্ছে, আক্রান্ত হচ্ছে ক্যান্সারের মতো দুরারোগ্য ব্যাধিতে। বেশির ভাগ হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও খাবারের দোকানে খাবারের মান খুবই খারাপ ও ভেজালযুক্ত। মোটকথা, আমাদের দেশে চলছে ভেজাল খাদ্যের মহোৎসব। যদি এ

অবস্থা চলতে থাকে, তবে জাতি হিসেবে আমাদের অস্তিত্ব কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা ভাবতেই শরীর শিউরে ওঠে। অচিরেই যদি এ অবস্থার নিরসন করা না যায়, তবে এর চিত্র যে কত ভয়াবহ হবে, তা কল্পনাতীত।

বাংলাদেশে খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধের জন্য যে কোনো আইন প্রণয়ন হয়নি, তা নয়। ‘বিশুদ্ধ খাদ্য বিল ২০০৫’ নামে একটি আইন করা হয়েছে, যাতে সর্বোচ্চ তিন লাখ টাকা জরিমানা ও তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। কিন্তু দেশে খাদ্যে ভেজালের চিত্র যে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে, সেখানে এই আইন পর্যাপ্ত নয়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে শিয়ালের মাংস, হোটেলে মরা মুরগির মাংস খাইয়ে ধরা পড়েও অপরাধী পার পেয়ে যায়, আর আমরা যে তিমিরে আছি, সে তিমিরেই রয়ে গেছি। আসলে উন্নত দেশগুলোতে ক্রেতারা যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, তা আমাদের দেশে স্থলের মতো মনে হয়।

তবে বর্তমান সরকার খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণে যে ভ্রাম্যমাণ আদালতব্যবস্থা চালু করেছে, তা সব মহলে প্রশংসিত হয়েছে। বর্তমানে এ আদালত ঝটিকা অভিযান চালিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীদের অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড প্রদান করছে। ফলে খাদ্য উৎপাদকরা এখন অনেকটা সচেতন হয়ে উঠেছে। একটি সুখী ও সমৃদ্ধিশালী জাতি হিসেবে দাঁড়াতে হলে মানুষকে কর্মঠ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে, আর সেটি নিশ্চিত করতে পারে বিশুদ্ধ খাবার। তাই ক্রেতারা যদি তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন ও সংঘবদ্ধ হন, তবে উৎপাদনকারীরাও বাধ্য হবে খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণে। এ লক্ষ্যে ‘বাংলাদেশ কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন’, ‘ক্রেতাস্বার্থ সংরক্ষণ সমিতি’, ও ‘সবার জন্য স্বাস্থ্য’—এই প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করে যাচ্ছে। এর সঙ্গে সরকারি সদিচ্ছা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর নিষ্ঠা ও সততা যদি যোগ হয়, তবে আমাদের দেশের খাদ্যে ভেজালের চিত্র পরিবর্তিত হয়ে অচিরেই সুখকর চিত্রে পরিণত হবে বলে আশা করা যায়।

প্রতিবেদনের প্রকৃতি: বিশেষ প্রতিবেদন

প্রতিবেদনের শিরোনাম: খাদ্যে ভেজালের কারণ ও প্রতিকার

প্রতিবেদকের নাম: ইসমাইল সরকার।

প্রতিবেদন তৈরির স্থান: জয়পুরহাট

প্রতিবেদন তৈরির সময়: রাত ৯ টা

তারিখ: ৩০ মার্চ ২০২২

৭। সড়ক দুর্ঘটনা ও তার প্রতিকার বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

দেশে সড়ক দুর্ঘটনা বৃদ্ধি : কারণ ও প্রতিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, দৈনিক সংগ্রাম: অনাকাঙ্ক্ষিত বেদনাবহ ঘটনাই দুর্ঘটনা। বিভিন্ন দুর্ঘটনার মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনা একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি দেশে ব্যাপক হারে বেড়ে গেছে সড়ক দুর্ঘটনা। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বাংলাদেশে প্রতিদিন গড়ে চারজন মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় এবং পঙ্গুত্ব বরণ করে বিশ থেকে ত্রিশ জন। সড়ক দুর্ঘটনা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ও মর্মান্তিক। এটার শিকার হচ্ছে বিভিন্ন বয়স ও পেশার মানুষ। সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিদিন আমাদের বুক থেকে কেড়ে নিচ্ছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষটিকে। আত্মীয়-স্বজন, মেধাবী লোক, প্রিয় ব্যক্তিত্ব অনেকেই হারিয়ে যাচ্ছেন সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে।

এ সড়ক দুর্ঘটনার মূল কারণ হচ্ছে সচেতনতার অভাব। আর এ থেকে সৃষ্ট অন্যান্য কারণগুলো হচ্ছে- অসতর্কতা, ড্রাইভারদের বেপরোয়া গাড়ি চালানো, যান্ত্রিক ত্রুটিপূর্ণ গাড়ি রাস্তায় নামানো, ধারণ-ক্ষমতার অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই, ত্রুটিপূর্ণ অপ্রশস্ত রাস্তাঘাট, লাইসেন্সের কারচুপি, অদক্ষ চালক দ্বারা গাড়ি চালানো, গাড়ি চালানোর সময় কথা বলা ও ফোন ব্যবহার করা, নেশা গ্রহণ করে নেশাগ্রস্ত হয়ে গাড়ি চালানো, একটি গাড়ি থেকে অন্য গাড়ির গতি ও প্রয়োজনীয় দূরত্ব বজায় না রাখা, ট্রাফিক আইন না মানা ইত্যাদি।

অন্যদিকে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে প্রয়োজনীয় আইন ও শাস্তির বিধান না থাকায় দুর্ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্টদের উদাসীনতা সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। একটি সড়ক দুর্ঘটনা একটি পরিবারের সারাজীবনের কান্না। বাংলাদেশে এরই মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনার

বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত ও আন্দোলন গড়ে উঠেছে। সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ‘নিরাপদ সড়ক চাই’ আন্দোলনে এগিয়ে যাচ্ছে এদেশের চলচ্চিত্র শিল্পী থেকে শুরু করে এদেশের প্রতিটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন। তারা বিভিন্ন সময় সরকারকে নানা সুপারিশ করে আসছে। তাই নিরাপদ সড়কের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করছি:

- গাড়ি চালকদের কারিগরি দক্ষতা ও প্রয়োজনীয় শিক্ষার সাথে নৈতিক শিক্ষা দিতে হবে।
- ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।
- ত্রুটিযুক্ত যানবাহন রাস্তায় নামানো বন্ধ করতে হবে। যানবাহন চলাচল উপযোগী রাস্তা সম্প্রসারণ করতে হবে।
- রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশ ও পুলিশ প্রশাসনের দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে
- গাড়ির মালিক ও শ্রমিকশ্রেণিকে জবাবদিহিতামূলক আইনের আওতায় আনতে হবে।
- দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে
- ট্রাফিক আইন মেনে গাড়ি চালাতে বাধ্য করতে হবে।
- অতিরিক্ত যাত্রী ও মাল বোঝাই বন্ধ করতে হবে।
- শহরে জেরা ক্রসিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে।
- শহরে হাঁটার জন্য ফুটপাথ খালি করতে হবে এবং ফুট ওভার ব্রিজ ব্যবহার করতে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- স্কুল-কলেজ পর্যায়ে রাস্তায় চলাচলের নিয়ম এবং সড়ক দুর্ঘটনার ভয়াবহতা তুলে ধরে প্রবন্ধ, নাটিকা ইত্যাদি পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞাপন ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র ইত্যাদির প্রচারাভিযান চালাতে হবে।

উল্লিখিত সুপারিশসমূহ কার্যকর করলে সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। তাই এসব সুপারিশ কার্যকর করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাাদি গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি।

ইমরান আহম্মেদ
প্রতিবেদক

প্রতিবেদনের প্রকৃতি: বিশেষ প্রতিবেদন
প্রতিবেদনের শিরোনাম: দেশে সড়ক দুর্ঘটনা বৃদ্ধি : কারণ ও প্রতিকার
প্রতিবেদকের নাম: ইমরান আহম্মেদ
প্রতিবেদন তৈরির সময়: রাত ৯ টা
প্রতিবেদন লেখার স্থান: দুপচাঁচিয়া, বগুড়া
তারিখ: ৩০ মার্চ ২০২২

১৩। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণ এবং প্রতিকার সম্বন্ধে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনা করো।

৩১ মার্চ ২০২২

বরাবর

সম্পাদক

প্রথম আলো

সিএ ভবন, ১০০, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ

কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি পত্রিকায় প্রকাশের জন্য আবেদন।

জনাব,

আপনার বহুল প্রচারিত ‘প্রথম আলো’ পত্রিকায় জনস্বার্থে নিম্নলিখিত প্রতিবেদনটি চিঠিপত্র বিভাগে অনুগ্রহপূর্বক প্রকাশ করলে কৃতার্থ হব।

নিবেদক

আকিব হোসেন

ছাগলনাইয়া, ফেনী।

প্রতিবেদনের প্রকৃতি: বিশেষ প্রতিবেদন

প্রতিবেদনের শিরোনাম: নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি: মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মানুষ দিশেহারা

প্রতিবেদকের নাম: আকিব হোসেন।

সরেজমিনে তদন্তের স্থানঃ ‘ক’, ‘খ’, ‘গ’ বাজার পরিদর্শন।

প্রতিবেদন তৈরির সময়: রাত ৯ টা

তারিখ: ৩০ মার্চ ২০২২

সংযুক্তি: ৩ কপি ছবি (‘ক’, ‘খ’, ‘গ’ বাজারে মজুদ মালের চিত্র)।

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি: মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মানুষ দিশেহারা

প্রতিবছর বা প্রতিমাসে তো বটেই, প্রতি দিনই জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পায়। ফলে জনজীবন হচ্ছে দুঃখ ও ভোগান্তির শিকার। ধানের ভরা মৌসুমেও দাম বাড়ছে চালের। শুধু চাল নয় ডাল, আটা, ভোজ্যতেল, শুকনা মরিচ, পিঁয়াজ ও চিনিসহ প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামই এখন বাড়তির দিকে। হঠাৎ করে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বৃদ্ধিতে বিপাকে পড়েছে মধ্যবিত্তসহ স্বল্প আয়ের মানুষ। একই সঙ্গে বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফের পরামর্শে গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ ও পরিবহনের মতো সেবা সার্ভিসের মূল্য দফায় দফায় বেড়ে যাওয়ায় দেশের ক্রেতা-ভোক্তা সাধারণ আরও বেশি অসহায় হয়ে পড়েছে। দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানরত মানুষের জন্য তা এক অভিশাপ হিসেবে বিবেচ্য। কারণ দ্রব্যমূল্য যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে সেভাবে, তাদের উপার্জন বৃদ্ধি পায় নি। একদিকে দারিদ্র্যের অভিশাপ অন্যদিকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি তাদের জীবনকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। সরেজমিনে বিভিন্ন বাজার পরিদর্শনকালে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সত্যতা যেমন মিলেছে তেমনি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির নানা কারণ জানা যায়।

০১। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উর্ধ্বগতি ও বর্তমান বাজার পরিস্থিতি

গত ২০০৯ থেকে ২০২২ সালের দ্রব্যমূল্যের তুলনামূলক চিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০০৯ সালে মোটা চাল স্বর্ণা/হিরি চালের দাম ছিল ২০-২৫ টাকা, যা ২০২২ সালে বিক্রি হচ্ছে ৫৫-৬০ টাকায়। নাজিরশাইল/মিনিকেট, পাইজাম/লতা চালের দাম ছিল ৩০-৩৫ টাকা, যা ২০২২ সালে ক্রমপর্যায়ে ৭৫-৮০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। অন্যান্য পণ্য যেমন মসুর ডাল ৫০ থেকে ১২০-১৪০ টাকা, সয়াবিন তেল ৭০ থেকে ১৭০ টাকা, আটা ২৫ থেকে ৫০ টাকা, লবণ ২০ থেকে ৩৫ টাকা, শুকনা মরিচ ১০০ টাকা থেকে ২৫০ টাকা, ৪০ টাকার চিনি ৮০ টাকা, গরুর মাংস ২৫০ টাকা থেকে ৭০০ টাকা। বর্তমানে তেল ও পিঁয়াজের দাম বেড়েছে অস্বাভাবিকভাবে। বিশেষ করে চাল, পিঁয়াজ ও তেলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির ঝাঁজে ক্রেতাদের রীতিমতো নাকাল হওয়ার অবস্থা।

০২। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি সম্পর্কে টিসিবির মতামত

সরকারি সংস্থা ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)’র হিসাবে গত এক বছরে মসুর ডাল ১৯.৫৭%, মুগ ডাল ২৯.৩৩%, চিনি ৫৯.০৯%, পিঁয়াজ ৪৬%, শুকনা মরিচ ৩৫% ও আলু ৪০.০৭% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া গত এক মাসের ব্যবধানে চাল, চিনি, তেল এই তিনটি পণ্যের দাম বেড়েছে যথাক্রমে ৩০%, ২৫% এবং ৮০%।

০৩। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির নানা চিত্র

৩.১. অনুসন্ধান জানা গেছে, ভরা মৌসুমে এখন চালের দাম বাড়ার কোনো কারণ নেই। স্থানীয় পাইকারী ও খুচরা চাল ব্যবসায়ীরা, হঠাৎ করে চালের দাম বাড়ার পেছনে এক শ্রেণির চাল মিল মালিকদের অতি মুনাফা লাভের প্রবণতাকে দায়ী করেছেন।

৩.২. শহরের বিভিন্ন ব্যবসায়িকেন্দ্র ঘুরে তথ্যানুসন্ধান করে দেখা গেছে, কোনো ব্যবসায়ী বাজারে পণ্যের অভাব আছে বলে জানায় নি। খুচরা বিক্রেতারা নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সাফাই গেয়ে জানায় যে তারা পাইকারী বাজার থেকে উচ্চমূল্যে পণ্য ক্রয় করেছে। কম দাম হাঁকা তাদের পক্ষে অসম্ভব। পাইকারী ব্যবসায়ীদেরও ওই একই সুর। আসলে বাজারের পরিস্থিতি এরূপ দাঁড়িয়েছে যে, মজুতদারেরাই নিজেদের লাভের জন্য জিনিসপত্রের দাম চড়িয়ে দিয়েছে এবং তাদের দেখাদেখি সকল ব্যবসায়ীরা বেশি মুনাফার পথ বেছে নিয়েছে।

৩.৩. মূল ঘটনা এই যে, বাজারের ওপর কারো কোনো সঠিক নিয়ন্ত্রণ নেই। বরং, ব্যবসায়ীরা বাজেট, খরা, বন্যা, হরতাল, ধর্মঘট, পূজাপার্বণ, ঈদ উৎসব, আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্যের বৃদ্ধির বাহানায় নিত্যব্যবহার্য পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়। এ যেন রেওয়াজে পরিণত হয়েছে।

৩.৪. কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে সরকার আমদানি শুল্ক কমানোসহ অন্যান্য সুবিধা দিলেও ব্যবসায়ীরা পণ্যের দাম কমায়নি। বস্তুত, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বৃদ্ধির কারণ ও সূত্র নানাবিধ। তবে উৎপাদন অব্যবস্থাই যে এর মূল কারণ এতে কোনো সন্দেহ নেই। ক্রেতারা বলছেন, পণ্যমূল্য বৃদ্ধির সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে চাহিদার তুলনায় যোগানের অভাব। চাহিদা যেখানে বিশাল সমুদ্রের ন্যায়, সেখানে কূপ খনন করে পানি সরবরাহে চলে না। ফলে সীমাবদ্ধ জিনিসের জন্যে অগণিত ক্রেতার ভিড় এবং পরিণামে মূল্যবৃদ্ধি ও জিনিস সংগ্রহের জন্যে তীব্র প্রতিযোগিতা।

৩.৫. আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে অনেক সময় দেশের এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে সরবরাহের স্বল্পতাহেতুও পণ্যের মূল্য বাড়ে।

৩.৬. আমাদের দেশের বহু অসাধু ব্যবসায়ী কৃত্রিম অভাব সৃষ্টিতে তৎপর। তারা অনেক সময় বিপুল পরিমাণে পণ্যদ্রব্য গুদামজাত করে রাখে। তারপর দেশে পণ্যের জন্যে যখন হাহাকার শুরু হয়, তখন অসাধু ব্যবসায়ীরা সিডিকেট গঠন করে মজুতপণ্য বাড়তি দামে বাজারে ছাড়ে। এতে ফটকাবাজদের মুনাফার অঙ্ক রাতারাতি ফুলে-ফেঁপে ওঠে, আর তাতে সাধারণ জনগণের নাভিশ্বাস ওঠে।

৩.৭. কেউ কেউ বলেছেন, টিসিবি সক্রিয় না থাকায় বাজারে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে না। টিসিবি ছাড়াও নব্বই দশকের আগে পর্যন্ত দেশে বাজার দর সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ ও দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি সেল কার্যকর ছিল। পরে মুক্তবাজার অর্থনীতির জন্য এটি বিলুপ্ত করা হয়। এখন মুক্তবাজার অর্থনীতির কারণে চলছে টাকা বানিয়ে নেয়ার প্রতিযোগিতা।

৩.৮. বাজারের উর্ধ্বগতি সম্পর্কে বাণিজ্য সচিবের কাছে মতামত চাওয়া হলে তিনি বলেন- ‘আন্তর্জাতিক বাজারে নির্দিষ্ট কয়েকটি পণ্যের দাম কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে এ কথা সত্য, কিন্তু এ অজুহাতে আমাদের দেশের অসাধু ব্যবসায়ীরা সব পণ্যের মূল্য লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি করেছে, এটা দুঃখজনক’।- সরকার বর্তমানে পণ্যের দ্রব্যমূল্য মনিটরিং করার জন্য টিসিবিকে দায়িত্ব দিয়েছে। পাশাপাশি এখন থেকে প্রতি সপ্তাহে স্পর্শকাতর পণ্যের খুচরা ও পাইকারি মূল্যের তালিকা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বর্তমান আইন অনুযায়ী দোকানে দোকানে পণ্যের মূল্য তালিকা টানানো বাধ্যতামূলক। কিন্তু এসব আইন বাজারে কোনো প্রভাব ফেলছে না।

০৪. দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণ ও বাজার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি আমাদের সামাজিক, জাতীয় ও অর্থনৈতিক জীবনে এক দুষ্ট রাহ। তাই যথাশীঘ্র এই রাহ থেকে মুক্তির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে -

- ৪.১. বাজারে চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পণ্যের জোগান নিশ্চিত করতে হবে।
- ৪.২. কৃষি উন্নয়ন ও কৃষি ফলন নিশ্চিত করতে হবে। আধুনিক চাষাবাদ ও অধিক উৎপাদনশীল ফসল ফলাতে হবে।
- ৪.৩. কল-কারখানার উৎপাদন নিয়মিত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি প্রক্রিয়ায় যাতে বিঘ্ন না ঘটে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। পণ্যের ঘাটতি দেখা দিলে সরকারি ভাণ্ডার থেকে পণ্যের যোগান দিয়ে বাজার দাম স্থিতিশীল রাখতে হবে।
- ৪.৪. দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য মজুতদারি, সিভিকেট ও কালোবাজারি দূর করতে হবে। মুদ্রাস্ফীতি যথাসম্ভব কমিয়ে আনতে হবে।
- ৪.৫. অসাধু ও ফটকা ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে।
- ৪.৬. সর্বোপরি সামগ্রিক বাজার ব্যবস্থাপনার ওপর সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে এবং কেউ যেন হঠকারী সিদ্ধান্ত দিয়ে দ্রব্যের মূল্যকে প্রভাবিত করতে না পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।
- আশা করি সরকার ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এসব দিক বিবেচনা করে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম স্থিতিশীল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

-০-

প্রেরক, আকিব হোসেন জয়পুরহাট	প্রাপক, সম্পাদক দৈনিক প্রথম আলো সিএ ভবন, ১০০, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫	ডাকটিকিট
------------------------------------	---	----------

প্রণয়নে-

মো. হুমায়ন ফরিদ

প্রভাষক (বাংলা)

বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

নির্বাহী, ঢাকা সেনানিবাস।

কথাসংখ্যা- ০১৭২৫৮৮৯৫১১

ভূতপূর্ব

প্রভাষক- ইম্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস।

সহকারী শিক্ষক - পুলিশ লাইন্স স্কুল ও কলেজ, রংপুর

সহকারী শিক্ষক - সাভার ল্যাবরেটরি স্কুল